দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ 24 AUG 2016
পৃষ্ঠা ৪ কলাম 5

হলের দাবিতে জগন্নাথে ধর্মঘট

দ্রুত সমাধান করুন

ঢাকার পরিত্যক্ত কারাগারে নতুন হল নির্মাণের দাবিতে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের পূর্ব ঘোষিত ছাত্র ধর্মঘটে কার্যত অচল হয়ে পড়েছে পুরান ঢাকা। তাদের দাবি শিক্ষা বা বিশ্ববিদ্যালয়টির পক্ষে ক্ষতিকর তো নয়ই, বরং বাস্তবায়িত হলে শিক্ষার্থীদের আবাসিক সমস্যার সমাধান হবে। ২০০৫ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৮ নম্বর আইনবলে কলেজ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হলেও এই বিদ্যাপীঠের উল্লেখযোগ্য অবকাঠামো নির্মিত হয়নি। সব মিলিয়েই শিক্ষার্থীদের এ দ্রাবি যৌক্তিক। কিন্তু দাবি পূরণের জন্য কেন তাদের আন্দোলনে নামতে হলো– এমন প্রশ্ন সবার?

পূর্ব ঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী হলের দাবিতে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা গত সোমবার সকাল ৮টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে জড়ো হয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির সব ভবনে তালা ঝুলিয়ে দেন। এরপর কয়েক হাজার শিক্ষার্থীর মিছিল কয়েক দফা ক্যাম্পাস ঘুরে পৌনে ১০টার দিকে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের দিকে যাত্রা করে। পথে শাঁখারীবাজার ও রায়সাহেববাজার মোড়ে বাধা উপেক্ষা করে মিছিলটি বংশাল মোড়ে পৌঁছলে পুলিশ সদস্যরা ফাঁকা গুলি ও কাঁদানে গ্যাস ছুড়ে তা ছত্রভঙ্গ করে দেন। এ সময় পুলিশের লাঠিপেটায় কয়েক শিক্ষার্থী আহত হন। তারা হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়েছেন বলে জানা গেছে। গত বুধবার আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা শিক্ষা মন্ত্রণালয় ঘেরাও করতে গিয়ে পুলিশের বাধার মুখে প্রেসক্লাবের সামনে অবস্থান নেন। সেখান থেকে তারা ধর্মঘটের ডাক দেন। তাদের ওপর পুলিশের এমন আচরণ কাম্য নয়। আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় গত বৃহস্পতি ও রোববার ক্যাম্পাসে ধর্মঘট পালিত হয়। রোববারের ধর্মঘট পালন শেষে আন্দোলনকারীরা পরদিন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় অভিমুখে মিছিলের ঘোষণা দেন। এ মুহূর্তে শিক্ষার্থীদের ধৈর্য ধারণ আবশ্যক। দাবি-দাওয়া নিয়ে শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে কেউ বিরোধিতা করবেন না। তবে এ আন্দোলন যেন সহিংস বা ধ্বংসাত্মক রূপ না নেয়, এদিকে শিক্ষার্থী-শিক্ষকসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে সজাগ ও সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

অনুন্নত ও অপর্যাপ্ত অবকাঠামোই জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান সমস্যা। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান আন্দোলন গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে এর সার্বিক উন্নয়নে পদক্ষেপ নিতে হবে। এ ছাড়া বড় ধরনের অঘটন ঘটার আগেই শিক্ষার্থীদের দাবি মেনে নিয়ে আবাসিক সংকট দূর করতে সরকারের প্রতি জোর দাবি জানাচ্ছি।